Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ১১: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

ফসল চাষে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান

বরগুনার আমতলী উপজেলার পক্ষিয়া ক্যাচমেন্টের একটি ছোট কৃষি ইউনিট 'মৃধার কোলা' (মাঠ)। এখানে ৪২ জন কৃষকের প্রায় ৩০ একর কৃষি জমি রয়েছে। এই মাঠে সেচ এবং পানি নিষ্কাশনের একমাত্র ব্যবস্থা হোপানিয়ার খাল। এই শাখা খালের মাথায় পলি জমে ভরাট হওয়ায় রবি, আউস এবং আমন এই তিন মৌসুমেই সেচ এবং পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হয়। ফলে বিগত কয়েক বছর যাবৎ ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আবার গত দুই বছরে অসময়ে বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে মুগ এবং সূর্যমুখীর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পক্ষিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র হালদার বলেন, এই এলাকার অনেক মাঠে এবার প্রচুর পরিমানে বোরো আবাদ হয়েছে অথচ খাল ভরাট থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্বেও রোরো চাষ করতে পারিনি। মাত্র ২০০ মিটার খালের পলি অপসারণ করলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। ব্লু গোল্ড এর কর্মীদের পরামর্শে এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা মাসিক সভায় মৃধার খালের মাথার পলি অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। মার্চ মাসে ৪২ জন কৃষক স্বেচ্ছাশ্রমে ২০০ মিটার খালের পলি অপসারণ করে। এসময় ব্লু গোল্ড ডিএই পার্টের প্রকল্প পরিচালক তাহমিনা বেগম এবং আইএমইডির পরিচালক সাইফুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে খালের পলি অপসারণ কাজের উদ্বোধন করেন। এবছর আমারা মৃধার কোলার পুরো মাঠে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আবাদ করার পরিকল্পনা করেছি এবং আগামী বছর বোরো ধানও আবাদ করার ইচ্ছা রয়েছে।

বাসক এখন আর আগাছা নয়

সাতক্ষীরা পোল্ডার ২ এলাকায় রাস্তার পাশে, বসতভিটার বেড়ায়, বেঁড়িবাধে জন্মে বাসক গাছ। এলাকার লোকজনের কাছে এতদিন এটি ছিল আগাছা। বাচ্চা কিংবা বয়স্কদের কাশি হলে এই গাছের পাতা রস করে খেতে দেখা যায়, এছাড়া এর কোন উপযোগ ছিলনা। এলাকার কেউ জানতো না যে এই পাতা বিক্রয় করে আয় করা সম্ভব। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সাতক্ষীরা টিমের সহযোগিতায় ঔষধ উৎপাদনকারী একমি কোম্পানির সংগ্রহকারী মো. রফিকের সাথে আমোদখালী স্লুইস অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় ৬টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের যোগাযোগ হয়। সেইসাথে অ্যাসোসিয়েশনের মাসিক সভায় সংগ্রহকারীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

মরিচ্চাপ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সম্পাদক মো. হাফিজুর রহমানের তত্বাবধানে বাসক পাতা সংগ্রহ, শুকানো ও প্যাকেজিং কার্যক্রম চলছে। ৬টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের দুঃস্থ নারী, ভূমিহীন ও বেকার সদস্যবৃন্দ এই কাজ করছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে দলীয়ভাবে ৭,৪৪৮ কেজি কাঁচা পাতা পাঁচ টাকা দরে ৩৭,২৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ফলে এলাকার দুঃস্থ অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মানুষ বাসক পাতাকে এখন আগাছা মনে না করে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে দেখতে শুরু করেছে।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে খালে কচুরিপানা পরিস্কার

খুলনা জেলার আওতাধীন পোল্ডার ২৫ এ নির্বাচনের মাধ্যমে রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। নুতন কমিটির সব সদস্য একমত হয়ে সাধারণ সভার মাধ্যমে এলাকার কচুরিপানা পরিস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে মাইকিং করে সবাইকে বিষয়টি জানানো হয় এবং দলের সদস্য ও এলাকাবাসীসহ ২৪৭ জন (নারী-১০৯জন, পুরুষ ১৩৮জন) স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে হরিনদীর শাখা খাল প্রায় ১.৫কি.মি. ও নলবুনিয়া খালের প্রায় ১ কি.মি কচুরিপানা পরিষ্কার করে।

রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল ৫৯০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। দলগতভাবে সংগঠিত না হওয়ার কারণে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের পর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে খালের কচুরিপানা পরিস্কার দলীয় কাজে নতুন গতির সঞ্চার করেছে। এখন তারা নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে এবং দলের মধ্যে একতা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কচুরিপানা পরিস্কার করার ফলে খালের পানি সহজে সেচ কাজে ব্যবহার করতে পারছে এবং পানি দূষণ রোধ হয়েছে। এতে করে তাদের কৃষি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে এলাকাবাসী খালের পানি ব্যবহার উপযোগী করে পানিকে রূপান্তরিত করেছে সম্পদে।

ব্লু গোল্ড বার্তা

সাতক্ষীরা-খুলনা-পটুয়াখালীর প্রস্তাবিত সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পানি ব্যবস্থাপনা দল ও অ্যাসোসিয়েশনের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কৃষক সমাজ।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পোল্ডার ৫৫/২এ বেতাগি চিকারবাদ পানি ব্যবস্থাপনা দলের মুরগীপালনে অভিজ্ঞ ৫ জন নারী সদস্য অন্য ৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দল থেকে আগত ২৫টি উৎসাহী দম্পতিদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অংশগ্রহণকারীগণ প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরজমিনে মুরগী পালনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। পরিশেষে, উৎসাহী দম্পতিগণ মুরগী পালন সম্পর্কে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লু গোল্ড টিম লিডার গাই জোনস্, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃবৃন্দ ও পরামর্শক দল।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৪৭৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	১২৫,২৯৭ (নারী ৫৩,৮০৭; পুরুষ ৭১,৪৯০)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৪১৩টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৯টি
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	২৬টি (২০১৬-১৭, ১১টি, ২০১৭-১৮, ১৫টি)
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৫৬৭টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪৩২টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০; মাছ ১৬; প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ১৯৪; পুরুষ ২৯৪৪, নারী ১৮২৪
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	২২০.২৮ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	২৫৭টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৬২.৫৬ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৪,৪৭৮ (নারী ৯,৮২৯; পুরুষ ১৪,৬৪৯)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	২২,২০৩ (নারী ৭,৫৩৩, পুরুষ ১৪,৬৭০)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	২১,২০৩,৩৮০ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	৯,৪৪,৯৭০ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ WMG Tracker রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি

নেটওয়ার্কিং এর সাফল্য

কলাপাড়া উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় ৪৭/৪ পোল্ডারে পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলো কৃষি উৎপাদন ও গবাদি প্রাণি পালনের জন্য সার্বিক সহযোগিতা পাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সংযোগ তৈরির জন্য ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। কলাপাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পানি ব্যবস্থাপনা দল, ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে পোল্ডার ৪৭/৪ এ ১৮টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ৩৬টি ভ্যাকসিনেসন ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ভ্যাকসিনেসন ক্যাম্পে প্রায় ৭১১০টি গরু, ২৮৯০টি ছাগল, ৪২৫০টি মুরগী এবং ২৯৯০টি হাঁস টিকাদানের আওতায় আসে।

এবার রবি মৌসুমে পোল্ডার ৪৭/৪-এ প্রায় ৭০০ একর জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হয়। বিগত দিনগুলোতে রবি মৌসুমে এই এলাকার সকল জমি পতিত থাকত। কলাপাড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কৃষকদেরকে বোরো চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, উন্নত বীজের ব্যবহার, পানির ব্যবহার, সার ও কীটনাশক ব্যবহার, পাসিং, আলোক ফাঁদ, ফসলের আন্ত:পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পোল্ডার ৪৩/২এফ

ইউনিয়নঃ গুলিশাখালী, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা।

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৪৩/২এফ

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	৪,৪৫৩ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	২৭টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	৩টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৬,৩৫৯ জন (পুরুষ: ৩৭৪৯ এবং নারী: ২,৬১০)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৩১ টি (৫০% নারী সদস্য)
বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৪০ টি (মুগ-২০, তেলাপিয়া-৮ এবং ক্রপিং সিস্টেম-১২)
নির্বাচিত ভ্যালুচেইন	মুগডাল, ধান ও তেলাপিয়া
কৃষি সেবা প্রদানকারী	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাইভেট বীজ ও কীটনাশক বিক্রেতা
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	২টি
এলসিএস গ্রুপ (সমাপ্ত)	২৮টি
বেড়িবাঁধ	৩৩ কিলোমিটার
খাল	১২০ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	১৬টি
প্রধান শস্য	ধান, মুগডাল, বাদাম ও সবজি
প্রধান সমস্যা	খাল ভরাট, বর্ষাকালে জলামগ্নতা, রবি মৌসুমে পানির স্বল্পতা, অনুন্নত রাস্তাঘাট

ড্রাগন ফল বিক্রির নতুন কৌশল

বিদেশী ড্রাগন ফল চাষ করে আর্থিক সফলতার মুখ দেখেছেন কৃষক মো. আব্দুল হাই সরদার। তিনি ব্লু গোল্ড পরিচালিত এফএফএস ও এমএফএস এর একজন প্রশিক্ষিত কৃষক। বর্তমানে তিনি পটুয়াখালীর একজন আদর্শ কৃষক হিসেবেও পরিচিত।

আব্দুল হাই সরদার তার নিজস্ব বাজারমূখী চিন্তা চেতনা দিয়ে এক অভিনব বাজার সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করেছেন। ড্রাগন দামী ফল হওয়ায় সাধারণ স্থানীয় মানুষ তা কিনবে না। তাই তিনি ফলের বাজার তৈরির কৌশল হিসেবে শিক্ষিত, বিত্তশালীদের কাছে ফল উপহার হিসেবে পাঠান। সাথে পাঠান তার মোবাইল ফোন নম্বর। ফলে কোন ক্রেতা এখন ফোন দিলেই ফল বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলের আকার অনুসারে প্রতি কেজি ৬০০-৮০০ টাকা দাম নিচ্ছেন তিনি। ড্রাগন ফল বাগানের ১০টি গাছ থেকে বছরে ৩০ হাজার টাকা আয় করেন।

এছাড়া ফল বিক্রির পাশাপাশি তিনি ড্রাগন ফলের চারা তৈরি করে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি করেন।।

তিনি মাঠ ফসলের পাশাপাশি বসতবাড়িতে বিভিন্ন ধরনের সবজি, হাঁস-মুরগী এবং পুকুরে মাছ চাষ করেন। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর অর্থায়নে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় তার বসতবাড়িতে বিদেশী ড্রাগন ফলের এর একটি প্রদর্শনী বাগান স্থাপন করা হয়েছে। তার দেখাদেখি এলাকার অন্য কৃষকরাও অনুপ্রাণিত হয়ে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করেছে।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে তহবিল গঠন

কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল নিয়মিতভাবে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ। পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অর্থের প্রয়োজন যা পানি ব্যবস্থাপনা দলের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল নামে পরিচিত। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের নিয়মিত আর্থিক চাঁদা এবং তহবিল গঠনে উৎসাহী করতে ব্লু গোল্ড কর্মীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সার্বিকদিক বিবেচনা করে ৪৩/২এফ এর পানি ব্যবস্থাপনা দলকে একটি ভিন্নধর্মী পন্থা অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করে। ফলে তারা আর্থিক চাঁদার পরিবর্তে উৎপাদিত মৌসুমী ফসল এই তহবিলে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আমন ধানের মৌসুমকে তারা সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নিয়েছেন, কারণ এই সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যসহ ও পোল্ডারের অন্যান্য কৃষকেদের বাড়িতে যথেষ্ট পরিমাণে ধান থাকে।

পোল্ডার টিমের সংশ্লিষ্ট সিডিএফ মিলন রাণী দত্ত ও অচিনত্য দে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ও অন্যান্য কৃষকেদের মৌসুমী ধান প্রদানের মাধ্যমে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলশ্রুতিতে জানুয়ারি মাসে ৪৩/২এফ পোল্ডারের তিনটি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ও ক্যাচমেন্ট এলাকার কৃষকদের নিকট থেকে (দক্ষিণ গোজখালী, দক্ষিণ-পশ্চিম কালিবাড়ি এবং উত্তর-পূর্ব কলাগাছিয়া) পানি ব্যবস্থাপনা দল ৬৪৯ কেজি ধান সংগ্রহ করে। এখনকার বাজারে যার বাজার মূল্য প্রায় ১৬ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দল, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের জন্য ধান প্রদানকারী প্রতিটি কৃষককে রশিদ প্রদান করেছেন এবং তা তাদের রেজিস্টার/লেজার এ নথিভূক্ত করছেন। তারা এই কাজটি একটি উৎসবমূখর পরিবেশে উদযাপন করেছেন। ব্লু গোল্ড জোনাল অফিসের কর্মকর্তাদের ও পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েসনের নেতৃবৃন্দকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানায়। একটি ধান উত্তোলন অনুষ্ঠানে এফ. এম সোহরাব হোসেন, জোনাল কো-অর্ডিনেটরসহ জোনাল অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় অবস্থিত। ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে পোল্ডারের অবস্থান। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন তার মধ্যে একটি। এই ইউনিয়নের আওতায় ৯টি পানি ব্যবস্থাপনা দল। ইতোমধ্যেই গণতান্ত্রিক উপায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা করতে হলে পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং নব-নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করছে।

এপ্রিল ২০১৭ ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এই পোল্ডারে কাজ শুরু করে। শুরুতে নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়। ব্লু গোল্ড প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্যদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ, পানি ব্যবস্থাপনা দলের দায়িত্ব এবং তা বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বালিয়াডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে পোল্ডারের ৩টি ইউনিয়নের মধ্যে এই ইউনিয়ন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারিত সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়। ইউপি চেয়ারম্যান মো. গোলাম মাওলার নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ সভায় সকল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রতিনিধি মো. আওলাদ হোসেন, কেস ব্লক, মো. মতিউর রহমান, আজিজুর রহমান এবং তাহমিনা আক্তার উপস্থিত ছিলেন। কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন, বেড়িবাঁধ মেরামত, খাল পুণ:খনন, অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা দল কিভাবে সমন্বয় করে কাজ করবে তা সভায় আলোচনা করা হয়। ইতোমধ্যেই ব্লু গোল্ড কর্তৃক ৫টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন হয়েছে। ভবিষ্যতে কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণে জন্য ৮টি পানি ব্যবস্থাপনা দল ১১টি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫টি কৃষক মাঠ স্কুল এলাকার অবকাঠামো সচল রাখা এবং দারিদ্র নিরসনে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছে। এলাকার উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহসঙ্গী হয়ে কাজ করায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সবার কাছে প্রসংশিত হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে পানি ব্যবস্থাপনা দলের কার্যকরী সভা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

সভার পূর্বে করণীয়:

- সভা ব্যবস্থাপনার জন্য নিজেরা দায়িত্ব নেওয়া।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক দিন, সময় ও স্থানে সভার আয়োজন করা।
- সভার তারিখ, স্থান,সময় ও আলোচনার বিষয়বস্তুসমূহ জানিয়ে কমপক্ষে ৩দিন আগে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানো (*জরুরী সভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*)।
- সভার দিনে সবাইকে আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া।
- সভার স্থানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আয়োজন করা।

সভা চলাকালীন করণীয়:

- সভার শুরুতে সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো।
- আলোচ্যসূচি পড়ে শোনানো এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (যদি থাকে) তা আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- গত সভার কার্য বিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা।
- অংশগ্রহণকারীদের বেশীরভাগ সদস্যের বিশেষকরে নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- দায়িত্ব এবং বাস্তবায়নের সময়সীমাসহ সিদ্ধান্তগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- সভার উপস্থিতি (স্বাক্ষর) ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা।
- সভার শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করা।

সভা পরবর্তী করণীয়:

- সভা শেষে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যসহ সভার ভালোদিকসমূহ এবং আগামীতে সভার মান উন্নোয়নের দিকসমূহ পর্যালোচনা করা।
- সভার ৭ দিনের মধ্যে কার্য বিবরণী তৈরি করা।

শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ সম্প্রসারণে পারস্পরিক শিখন

পারস্পরিক শিখনের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের মাধ্যমে এক এলাকার কৃষক অন্য এলাকার ভালো কাজ দেখে নিজ এলাকায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২৯ জানুয়ারি খুলনা অঞ্চলের নতুন ৫টি পোল্ডারের (২৭/১, ২৭/২, ২৮/১, ২৫, ৩৪/২) ১৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৩৬ জন সদস্য পারস্পরিক শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। শিখন দল পোল্ডার ২৮/২, পোল্ডার ৩০, পোল্ডার ৩১ (আংশিক) এর ঝড়ভাঙ্গা, বসুরাবাদ, মাইটভাঙ্গা-ভেন্ডাবুনিয়া ও রাজাখাঁর বিল পরিদর্শন করে। এই সফরে তারা 'শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছে। কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ব্লু গোল্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ' ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা করে একই জমিতে বছরে ৩টি ফসল চাষ করা

সম্ভব। এই প্রযুক্তি এখন কৃষকের কাছে প্রমাণিত। শিখন দল সরাসরি ট্রায়াল কৃষকের সাথে আলোচনা করে এবং পাইলট কার্যক্রমের বাস্তবায়িত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারে। পোল্ডার এলাকার জন্য উপযোগী জাত (ব্রি ধান-৪৯) নির্বাচন ও চাষ পদ্ধতি, সময়মত দলীয়ভাবে বীজ সংগ্রহ, আভ্যন্তরীন পানি ব্যবস্থাপনার সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিতকরণ (পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা) সম্পর্কে জানতে পারে। এছাড়াও চান্স ক্রপ হিসেবে বিনা চাষে সরিষা চাষ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভ করে। ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের শেষে বা নভেম্বর মাসের শুরুতে পানি নিষ্কাশন করা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করে। পরে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ পানি ব্যবস্থাপনা দলে এই শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ পদক্ষেপ সম্প্রসারণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: মো. আওলাদ হোসেন, সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম, এস. এম শার্দূল ইসলাম
সংবাদ সংযোগ: শীতল কৃষ্ণ দাস, মো. জয়নাল আবেদীন, তাহমিনা আক্তার, নজরুল ইসলাম জুয়েল, মো. সাইফুল্লাহ, মো. শামীম আলম, মো. রবিউল আমীন
যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram